দৈনিক যুগান্তর
সেপ্টেম্বর ০৪, ২০১০
পৃষ্ঠা — ০৫
শ্রেণীসংখ্যা — 070.408

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

ইউরোপিয়ানদের বোরকানীতি ও ইসলামভীতি

যুগান্তর 04.09.10 পৃঃ ৫

২০১১ সালের শুরু থেকে ফ্রান্সে মহিলারা বোরকা বা নেকাব পরলে ১৫০ ইউরো জরিমানা করা হবে এবং তাদের নাগরিকত্ব-বৈষম্যের শিকার হতে হবে। ফরাসিদের ধারণা হয়েছে— ফ্রান্সে ছোট-বড় সব শ্রেণীর মহিলাদের ওপর পুরুষরা পর্দার নামে বোরকা বা নেকাব চাপিয়ে দিচ্ছে। পর্দার শৃংখল বা অবরুদ্ধ জীবন থেকে মহিলাদের রক্ষার নামে এই প্রতারণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে ফরাসি সরকার। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ওপর পুরো মুখ ঢাকা বোরকা বা নেকাব চাপিয়ে দেয়ার কারণে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে আরও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সে ক্ষেত্রে ৩০ হাজার ইউরো জরিমানাসহ এক বছরের জেলের বিধান থাকবে। বিরোধী সাম্যবাদী দলের পরামর্শে আরও বিধান করা হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে পর্দা নিয়ে জোরজবরদস্তি করা হলে এ শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হবে। গত মাসে ফরাসি জাতীয় সংসদে ৩৩৫ ভোটে বিলটি পাস হয়। এই বিলের বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ১টি। এ ধরনের একটি অযাচিত ও অন্যায় বিলের ওপর এই ভোটাভুটি ফ্রান্সের আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর কুঠারাঘাত বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনপূর্বক ধর্মীয় স্বাধীনতাকে পদদলিত করার মাধ্যমে বোরকা বা নেকাবের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন একটি পুলিশি রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য হতে পারে। বোরকা ও নেকাব নিষিদ্ধকরণে প্রায় সব রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বাম দলগুলোর স্বীকৃতিলাভ এটাই প্রমাণ করে, ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূত্রপাত হচ্ছে এবং বাম দলগুলো নীতি-আদর্শের পথ থেকে সরে এসে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সুকর্মে সমর্থন প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

পরার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, সরকারি বা বেসরকারি কর্মস্থল বা স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ তাদের চেহারা ঢাকতে চাইলে ঢালাওভাবে বোরকা বা নেকাব নিষিদ্ধ করলে তাদের অধিকারকে অস্বীকার করার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়। ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের এ সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করে সাম্যবাদী দল ও ইউনিয়ন ফর পপুলার মুভমেন্টের সদস্যরা জাতীয় সংসদে বোরকা নিষিদ্ধকরণের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। ফরাসি সংবাদ মাধ্যমগুলো ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন আইনের বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে ফরাসি জাতীয় সংসদের বোরকা নিষিদ্ধকরণ বিল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালায়। সভ্যতার ধারক ও বাহক ইউরোপীয়দের এ আচরণ কি ভণ্ডামি না প্রচার মাধ্যমগুলোর কাপুরুষতা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ফরাসি জাতীয় সংসদে ভোটাভুটির অভ্যন্তরীণ চিত্রটাও বিস্ময়কর। ৫৭৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদে বিলের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৩৫টি এবং বিপক্ষে ১টি। বাকি সংসদ সদস্যরা হলেন সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, যারা ভোটের সময় ইচ্ছা করে অনুপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়ন ফর পপুলার মুভমেন্ট দলের অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে বোরকা নিষিদ্ধকরণ বিলটি সহজে পাস হয়ে যায়। পিএস ও পিসিএফ দলের কোন কোন সংসদ সদস্যও এ বিলের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির আঁন্দ্রে গেরিন, যিনি বোরকা নিষিদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ফ্রান্সে বোরকা নিষিদ্ধ করার কারণে মুসলিম বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ১৪ জুলাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের খালিজ টাইমস পত্রিকা 'Veiled Threat in Europe' (ইউরোপে অবগুণ্ঠিত বা লুক্কায়িত ভয়) শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

ফ্রান্সে সারকোজি সরকার যা করতে চলেছে, তা এক রকম প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারাভিযানের অংশবিশেষ, যার কারণে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ বোরকা নিষিদ্ধকরণে উৎসাহিত হবে। এপ্রিলে বেলজিয়ামের নিম্নকক্ষে জাতীয় পর্যায়ে বোরকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, যার অবমাননার কারণে ৩ দিনের জেলসহ ২৫ ইউরো জরিমানা আদায়ের বিধান করা হয়েছে। একই ধরনের প্রস্তাব স্পেন, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যান্ডে উপস্থাপিত হয়েছে। স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্সেলোনায় পৌর ভবন, পাবলিক বাজার এবং লাইব্রেরিতে পর্দা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। জার্মানির কোন কোন সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের মাথায় স্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইউরোপের কিছু দেশ বোরকা বা নেকাব নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে কী হাসিল করতে যাচ্ছে? এসব দেশের সরকার ভালো করেই জানে, তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা করতে চলেছে তা অগণতান্ত্রিক, মানবাধিকারবিরুদ্ধ, বৈষম্য ও প্রতারণামূলক।

ইউরোপের কিছু দেশ বোরকা বা নেকাব নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে কী হাসিল করতে যাচ্ছে? এসব দেশের সরকার ভালো করেই জানে, তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বা করতে চলেছে তা অগণতান্ত্রিক, মানবাধিকারবিরুদ্ধ, বৈষম্য ও প্রতারণামূলক।

আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো জোট হারছে, জিততে পারছে না। মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চাইছে, আফগানিস্তানে ধর্মান্ধ পুরুষের আধিপত্যবাদ, চাপিয়ে দেয়া ধর্মীয় বিধান ও হিজাব-নেকাবের বন্দিদশা থেকে সেখানকার মহিলাদের উদ্ধার করে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়াই তালেবানবিরোধী যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। সে প্রচারের অংশ হিসেবে ইউরোপের কোন কোন দেশ বৃহত্তর নারীসমাজের মন জয় করার জন্য হাজার কয়েক বোরকা ও নেকাব পরা মহিলার ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার হরণ করতে চলেছে। শীতল যুদ্ধ অবসানের পর পাশ্চাত্যের কাছে আদর্শ হিসেবে ইসলাম এক ভয়াবহ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই ইউরোপে আফগান যুদ্ধের বিরোধিতা করছে অধিকাংশ মানুষ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ফ্রান্সে পুরুষের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি নারী আফগান যুদ্ধের বিরোধী। জার্মানিতে আফগান যুদ্ধের বিরোধী পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ২২ শতাংশ বেশি। আফগানিস্তান ও ইউরোপে নারী অধিকার পুনরুদ্ধারের নামে আমেরিকা ও ইউরোপের সরকারগুলো নারীর মন জয় করে এবং তাদের বোঝানোর মাধ্যমে আফগান যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

East West University
EAST WEST LIBRARY
43, Mohakhali C/A

ফরাসি জাতীয় সংসদে ভোটের কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ২৩ জুন ইউরোপের ৪৭টি দেশের সংসদ সদস্যরা ইউরোপিয়ান কাউন্সিলে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বোরকা নিষিদ্ধকরণকে অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক বলে নিন্দা জানিয়েছেন। এই নিন্দা প্রস্তাবে অংশ নিয়েছেন বিরোধী সমাজতান্ত্রিক দল ও সরকার সমর্থক ইউনিয়ন ফর পপুলার মুভমেন্ট পার্টির সংসদ সদস্যরাও। 'দি কাউন্সিল অব ইউরোপ বা ইউরোপিয়ান কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, ইউরোপের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দলের ইসলাম সম্পর্কে অমূলক ভীতি, ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর নেতিবাচক তথ্যাবলী উদ্ভাবন ও প্রচারকে কাউন্সিল নিন্দা করে। সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামকে অন্যায় ও ভ্রান্তভাবে সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মানসিকতাকেও কাউন্সিল গ্রহণ বা সমর্থন করে না। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল কখনোই অসহিষ্ণুতা উসকে দেয়া বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাসঞ্চারকে সমর্থন করে না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি কর্তৃক সমর্থিত ও সামনে ঠেলে দেয়া বোরকা নিষিদ্ধকরণ বিলের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল উল্লেখ করে, ইউরোপিয়ান কনভেনশন অব হিউম্যান রাইটসের ৯ নম্বর ধারা মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিককে ধর্মীয় পোশাক

এতে প্রশ্ন করা হয়— এ মহাদেশটিতে হচ্ছেটা কী? এ মহাদেশই বিশ্বকে ম্যাগনাকার্টা নামে একটি সনদপত্র উপহার দিয়েছিল, যাতে বিশ্বে প্রথমবারের মতো প্রতিটি নাগরিকের জন্য গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সে তো বেশিদিনের কথা নয়। ইউরোপ এবং জ্বলন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমরা উন্নতি, অগ্রগতি, রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতা, সিভিল লিবার্টিজের আদর্শ হিসেবে দেখে এসেছি, শুনে এসেছি এবং বলে এসেছি। ওসব কি এখন অতীতের কাহিনী? পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য ইউরোপকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, ফ্রান্সে প্রায় ৫০ লাখ মুসলমানের বাস। আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না— মাত্র কয়েক দশক আগে ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে একই রকম একটি প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল, যার ফলে নাজিদের হাতে শত-সহস্র ইহুদিকে জীবন দিতে হয়। তাই ইউরোপের সরকার, আইনজ্ঞ এবং প্রচার মাধ্যমগুলোকে আরেকটি দৈত্যের আবির্ভাব প্রতিরোধ করতে হবে যাকে পরে আর বোতলে ঢোকানো সম্ভব নাও হতে পারে।

১১ মার্চ উইকিলিক কর্তৃক আফগান যুদ্ধের ওপর প্রায় ৯০ হাজার গোপন দলিল ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে সে যুদ্ধের যৌক্তিকতা, পরিচালনা, সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে মানুষ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে। আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে ইউরোপ-আমেরিকার জনগণের অনীহা এখন প্রচণ্ড বিরোধিতার রূপ নিতে চলেছে। সিআইএ'র এক কর্মকর্তা বলেছেন, মানুষের অনীহা ভোটারদের অবজ্ঞা করতে নেতাদের সুযোগ এনে দেয়। তিনি মনে করেন, এ অনীহা বিরোধিতার গণজোয়ারে পরিণত হতে পারে। এ গণজোয়ার প্রতিহত বা উত্তেজনা হ্রাসের মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ইউরোপের কোন কোন দেশ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় পন্থা অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। কিন্তু এ ধরনের আচরণ ইউরোপের হাজার বছরের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয় কি?

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : *প্রোভিসি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি*
drmuniruddin@yahoo.com